252

দৈনিক বাংলা

30 APR 1992

তারিখ 29 APR 1992
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

দলীয় কোন্দলে বিপর্যস্ত ছাত্রলীগ (শা-অ) ঃ ১১ মে কাউন্সিল

মোয়াজ্জেম হোসেন ঃ দলীয় কোন্দলে বিপর্যস্ত ছাত্রলীগ (শা-অ) সংগঠনের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলকে সামনে রেখে নতুন সংকটে পড়েছে।

আগামী ১১ মে ছাত্রলীগের (শা-অ) কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। এর আগে ৪মে তারিখে অনুষ্ঠিত হবে সংগঠনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কাউন্সিল। কেন্দ্রীয় কমিটি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি দু জায়গাতেই এবার নেতৃত্বে আসছে নতুন মুখ। আর তাই নিয়ে সংগঠনের উচ্চ পর্যায় থেকে মাঝারি পর্যায়ের নেতাদের মধ্যে শুরু হয়েছে জোর লবিং-গ্রুপিং।

সংগঠনের অন্তর্দ্বন্দ্বে প্রভাবশালী ছাত্রনেতা মনিরুজ্জামান বাদল নিহত হওয়ার পর ছাত্রলীগে যে বিপর্যয়ের সূচনা হয়েছিল কাউন্সিলকে কেন্দ্র করে তাতে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। সংগঠনের মধ্যকার উপদলগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত আরও চরমে পৌঁছেছে। প্রতিটি উপদল আসন্ন কাউন্সিলে সংগঠনের নেতৃত্ব দখলের জন্য জোর চেষ্টায় লিপ্ত। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস আরও বেড়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠনের উপদলগুলির মধ্যে ছোটখাট সংঘর্ষ লেগেই আছে। সম্প্রতি এধরনের একটি ঘটনায় সলিমুল্লাহ হলে দুজন ছাত্রলীগ (শা-অ) কর্মীর পায়ের শিরা কেটে দেয় প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের কর্মীরা।

ছাত্রলীগ (শা-অ) বর্তমানে তিনটি বড় উপদলে বিভক্ত। বরিশাল গ্রুপের সরাসরি নেতৃত্বে রয়েছেন সংগঠনের বর্তমান সভাপতি শাহে আলম। ছাত্রদল থেকে বহিষ্কৃত অভি গ্রুপ ছাত্রলীগে যোগ দেয়ার পর 'বরিশাল গ্রুপ' শক্তিশালী উপদল হিসাবে আবির্ভূত হয় এবং ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। মনিরুজ্জামান বাদল হত্যাকাণ্ডের (আটের পাতায় ৭-এর কঃ দ্রঃ)

দলীয় কোন্দলে বিপর্যস্ত

(প্রথম পৃঃ পর)

পর 'বরিশাল গ্রুপ' অন্য দুটি উপদলকে প্রায় কোনঠাসা করে ফেলে।

'গোপালগঞ্জ-ফরিদপুর' বরাবরই ছাত্রলীগে একটি শক্তিশালী উপদল হিসাবে ছিল। 'অভিগ্রুপ' ছাত্রলীগে যোগ দেয়ার পর সংগঠনে এদের প্রাধান্য ক্ষুণ্ন হয়। সংগঠনের বেহাত হয়ে যাওয়া নেতৃত্ব ফিরে পাওয়ার জন্য এই উপদলটি মোটামুটি কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছে।

বহিষ্কৃত আওয়ামী লীগ নেতা মোস্তফা মহসীন মন্টুর আশীর্বাদপুষ্ট 'থার্ড ওয়ার্ল্ড' গ্রুপ এখন ছাত্রলীগে খুব নাজুক অবস্থানে রয়েছে। বাদল হত্যাকাণ্ডের পর দুই দফায় এই গ্রুপের কয়েকজন প্রভাবশালী ছাত্র নেতাকে বহিষ্কারের পর এদের অবস্থান এখন আরও দুর্বল হয়েছে। এই উপদলটি এখন অন্য দুটি উপদলের দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে আসার চেষ্টা করছে।

ছাত্রলীগ (শা-অ) সূত্রে জানা গেছে, সংগঠনের এবারের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল হবে খুব সংক্ষিপ্ত। একদিনের কাউন্সিল সারাদেশ থেকেই ডেলিগেটরা যোগ দেবেন। তবে ডেলিগেটদের ভোটে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নির্বাচিত হবে না। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসবে ওবায়দুল কাদের কমিশন বা সংক্ষেপে ওকে কমিশন থেকে। সাবেক ছাত্রনেতাদের নিয়ে গঠিত এই কমিশনে রয়েছেন সাবেক ডাকসু ভিপি আখতারুজ্জামান, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ওবায়দুল কাদের, আবদুল মান্নান, ফজলুর রহমান, জাহাঙ্গীর কবীর নানক, সুলতান মোঃ মনসুর আহমদ, নুরুল ফজল বুলবুল, প্রমুখ। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এই কমিশনের মাধ্যমেই দলের ছাত্র সংগঠনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন।

দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের রেসে এই পর্যন্ত যাদের নাম শোনা গেছে তাদের মধ্যে রয়েছেন সভাপতি পদে বর্তমান সভাপতি শাহে আলম, জাহাঙ্গীর সাত্তার টিংকু, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক অসীম কুমার উকিল, কামাল হোসেন, মমতাজউদ্দীন মেহেদী, কামরুল হাসান আহমদ হোসেন প্রমুখ।

সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন গোলাম মোস্তফা সুজন, কামরুজ্জামান আনসারী, নুরুল আমিন রুহুল, জসীমউদ্দীন, মোশাররফ হোসেন প্রমুখ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কাউন্সিল নিয়েও সংগঠনের মাঝারি পর্যায়ের নেতাদের মধ্যে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে।

সুভাষ সিংহ রায়, পংকজ নাথ খিজির হায়াত লিজু, ওয়াহিদউদ্দীন চৌধুরী হ্যাপী প্রমুখ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি পদে আসার চেষ্টা করছেন। সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থীর তালিকায় রয়েছেন আমিনুল ইসলাম, শাহজাদা মোঃ মহিউদ্দীন, আফজালুর রহমান বাবু, মাহবুবুল হক শাকিল, সুজিত রায় নন্দী, তারিফুল ইসলাম তারিফ প্রমুখ।

ছাত্রলীগ সূত্রে জানা গেছে, আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ছাত্র নেতাদের বয়সসীমা বেধে দেয়ার কথা সক্রিয়ভাবে চিন্তা করছেন। ছাত্রনেতাদের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ২৭ বছর বা ৩০ বছর বেঁধে দেয়া হতে পারে। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে অনেক সিনিয়র ছাত্র নেতার বাদ পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।